তারিখ 27 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

দৈনিক
ইত্তেফাক

সম্পাদকীয়
২৫

৯৫ হাজার পরীক্ষার্থীর ফল বিভ্রাট

কম্পিউটারে ডেটা প্রসেসিংয়ে ত্রুটির কারণে তিনটি শিক্ষাবোর্ডের ৯৫ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল বিভ্রাটের যে খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে উদ্বেগজনক না বলিয়া উপায় নাই। অবশ্য এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই দায়ী কর্মকর্তাদের তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়াছে। সেই সঙ্গে মন্ত্রণালয় জরুরি ভিত্তিতে সংশোধিত ফল তৈরি করিয়া পাঠানোর কাজও শুরু করিয়াছে। ইহা খুবই উত্তম ব্যবস্থা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগকে আমরা প্রশংসীয় কাজ বলিয়া মনে করি। এদিকে আন্তঃবোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ ফারুক এই ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই ধরনের ত্রুটি কাঙ্ক্ষিত নয় বলিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন।

এই পর্যবেক্ষণটি খুবই মূল্যবান। আমরাও মনে করি পরীক্ষায় ফল প্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ফল বিভ্রাট মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বলিতে দ্বিধা নাই সংশোধন করা হইলেও ইহা তরুণ শিক্ষার্থীদের উপর কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা বলা কঠিন। ফল প্রকাশিত হইলে কাঙ্ক্ষিত ফল না দেখিলে পরীক্ষার্থীরা যে বিচলিত ও বিপন্ন বোধ করিবে তাহা অধিক ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছেন এবং সে অনুযায়ী ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণও করিয়াছেন। ইহা পরীক্ষার্থীদের অনাকাঙ্ক্ষিত বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিবে।

আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে পরীক্ষার ফল বিভ্রাট একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। এই ধরনের ঘটনা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি অব্যবস্থা ও অনিয়মের চিত্রই ফুটিয়া ওঠে। কাহারো অজানা নাই যে পরীক্ষার ফল, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানা অপকীর্তি এমন কী উচ্চতম পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে পর্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে এইসব অনিয়ম, অদক্ষতা ও ত্রুটিবিচ্যুতির বিস্তর খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছে। বলাবাহুল্য এসব ঘটনা মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ ও আহতও করিয়াছে। এবারে ৯৫ হাজার পরীক্ষার্থীর ফল বিভ্রাটের যে ঘটনাটি ঘটিল তাহাকেও কোনো মতেই হালকা করিয়া দেখা যায় না। এতো বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর ফল বিভ্রাটের ঘটনা কি কম্পিউটার বিভ্রাট নাকি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মীদের শৈথিল্য, অমনোযোগিতা ও অদক্ষতার জন্য ঘটিয়াছে তাহাও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তবে ইহা একরকম স্পষ্ট যে আধুনিক কম্পিউটার চালনায় আন্তঃবোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্রের লোকজনের দক্ষতার অভাবের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা যায় না। যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাবের জন্যই এরকমটি ঘটা স্বাভাবিক।

তবে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি বিভ্রাট যাহাই ঘটুক তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে দ্রুত এবং তাহা করা হইয়াছে খুবই আন্তরিকতার সহিত। ইহাই বাঞ্ছনীয়। ভুলকে ভুল স্বীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা ইহাও নিঃসন্দেহেই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সূত্র মতে যশোর বোর্ডে ভুল ধরা পড়ার পর জরুরি ভিত্তিতে তাহা যেমন সংশোধন করা হইয়াছে তেমনি অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ফল পাঠানোও হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বাকি সংশোধিত ফলও দু'একদিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে পৌঁছানো হইবে। যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে ভুল চিহ্নিত করিয়া দ্রুত সংশোধন কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে পাঠানো হইয়াছে আমরা তাহার প্রশংসা করি। সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে চাই যে কীভাবে এতো বড়ো ত্রুটি ঘটিলো এবং ৯৫ হাজার পরীক্ষার্থীর ফল বিভ্রাট ঘটিলো তদন্তের মাধ্যমে তাহাও উদঘাটন করিতে হইবে। ইহা ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থা ও ফল প্রকাশের জন্যই প্রয়োজন।